

178136 - মুসলমানগণ নবী ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষিকী পালন করে না কেন, যত্নে তারা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার্ষিকী পালন করে?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: মুসলমানরো যহেতে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার্ষিকী পালন করে তাহলে নবী ঈসা (আঃ) এর জন্মবার্ষিকী পালন করতে তাদের অসুবিধা কতোখানি? তিনি কি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নবী নন? আমি একজন লোকের কাছ থেকে এমন কথা শুনছি। যদিও আমি জানি খ্রিস্টমাস পালন করা হারাম। কিন্তু আমি এ প্রশ্নের জবাব চাই। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ। এক:

ঈসা (আঃ) কে আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলের কাছ থেকে নবী ও রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন মরম্মে ঈমান আনা- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার অংশ। সকল রাসূলকে প্রতি ঈমান আনা ব্যতিরেকে কারো ঈমান শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “রাসূল তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছেন এবং মুমনিগণও। তারা সবাই আল্লাহর উপর, তাঁর ফরেশেতাগণের উপর, তাঁর কতিবসমূহের উপর এবং রাসূলগণের উপর ঈমান এনেছে। (তারা বলে): আমরা রাসূলগণের মধ্যে তারতম্য করি না।”[সূরা বাকার, আয়াত: ২৮৫]

ইবনে কাছরি (রহঃ)

“মুমনিগণ বিশ্বাস করে আল্লাহ এক, অদ্বিতীয়, তিনি সবার আশ্রয়স্থল, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই; আর কোন রব্ব নাই। মুমনিগণ সকল নবী-রাসূল ও নবী-রাসূলদের উপর নায়লিকৃত আসমানী কতিবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। মুমনিগণ ঈমান আনার ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদের কারো মাঝে পার্থক্য করে না। অর্থাৎ কারো প্রতি ঈমান আনা; কারো প্রতি ঈমান আনা না- এমনটি করে না। বরং তাঁরা সকলে তাদের নিকট সত্যবাদী, নেককার, সুপথপ্রদর্শক, হদ্যেতে উপর অটল,

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

কল্যাণের দশিরা।”[তাবসরি ইবনে কাছরি থেকে সমাপ্ত (১/৭৩৬)]

সাদী (রহঃ) বলেন:

“তাদের একজনকে অস্বীকার করা মানতে তাদের সকলকে অস্বীকার করা। বরং আল্লাহকে অস্বীকার করার পরয়ায়ভুক্ত।”[তাবসরি সাদী (পৃষ্ঠা-১২০)]

দুই:

মলিাদুন্নবী বা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মবার্ষিকী পালন করা বদিআত। এটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করেননি এবং তাঁর পরবর্তীতে কোন সাহাবী সটো পালন করেননি। এমনটি জানা যায়নি- মুসলমি ইমামগণের কটে এটি পালন করাকে জায়যে বলছেন; থাকতো তাঁরা এগুলোতে অংশগ্রহণ করবনে। এটি পালন করা হারাম ও গ্রহতি বদিআত।

স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

“মলিাদুন্নবী উপলক্ষে অনুষ্ঠান করা বদিআত, হারাম। যহেতু এর সপক্ষে আল্লাহর কতিব ও রাসুলের হাদিসে কোন দললি নহে। সুপথপ্রাপ্ত খলফাগণের কটে অথবা উত্তম প্রজন্মের কটে এটি পালন করেননি।”[সমাপ্ত, স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (২/২৪৪)]

আরও জানতে দেখুন [70317](#) ও [13810](#) নং প্রশ্নোত্তর।

সাধারণ মুসলমানগণ অথবা অজ্ঞঃ মুসলমানগণ মলিাদুন্নবী উপলক্ষে যা করে থাকনে সগেলো অভনিব বিষয়; এগুলোকে প্রতহিত করা ও এতে বাধা দয়া কর্তব্য। তাই মলিাদুন্নবী উদযাপনকে খ্রিস্টমাস উদযাপনের পক্ষে দললি হিসাবে গ্রহণ করা মূলতই বাতলি। যহেতু মলিাদুন্নবী পালন-ই জায়যে নয়। কারণ এটিনবপ্রচলতি বদিআত। বদিআতের উপর য়ে বিষয়কে কয়্যাস করা হয় সটোও বদিআত।

তনি:

খ্রিস্টানরো ‘খ্রিস্টমাস’ নামে যা পালন করে থাকে সটেও শরিকি বদিআত। মুসলমানদের এমন কোন অনুষ্ঠানের সদৃশ কিছু করা নাজায়যে। ঈসা (আঃ) এ ধরণের কর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। মুসলমানদের জন্ম –এটি বদিআত হওয়ার চয়ে মারাত্মক

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হল- এটি কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার নামান্তর; যহেতে এটি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন কওমের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত।” [সুনানে আবু দাউদ (৩৫১২), আলবানী ‘সহিহ আবু দাউদ’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন এবং শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া হাদিসটির সনদকে “জায়যদি” হুকুম দিয়ে বলেন: “এ হাদিসটির ন্যূনতম দাবী হচ্ছে- তাদের সাথে (বধির্মীদের সাথে) সাদৃশ্য গ্রহণ করা হারাম। যদিও হাদিসের বাহ্যিক ভাষা সাদৃশ্যগ্রহণকারীর কাফরে হয়ে যাওয়ার দাবী রাখে। যমেনটি আল্লাহর বাণীর মধ্যে এসেছে, “তোমাদের মধ্যে যে তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত।” [ইকতিদাউস সরাতিলি মুস্তাকীম, পৃষ্ঠা ৮২-৮৩ সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম আরও বলেন:

আপনার কাছে এটা পরষ্কার হয়েছে যে, আল্লাহর দ্বীন ও তাঁর শরিয়ত বলীন হয়ে যাওয়া এবং কুফর ও পাপাচার বিস্তার লাভ করার অন্যতম মূল কারণ হচ্ছে- কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ। অপরদিকে সকল কল্যাণের মূল হচ্ছে- নবীদের সুননত (আদর্শ) ও তাঁদের দয়া অনুশাসনগুলো মনে চলা। তাই ইসলামে বদিআতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর; যদি এর মধ্যে কাফরেদরে সাথে সাদৃশ্য না থাকে তবুও। আর যদি এ দুটি বিষয় একত্রিত হয় তাহলে সটো কত বেশি ভয়াবহ?!

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

কাফরেদরে খ্রিস্টমাস বা অন্য কোন উৎসব পালন করা সর্বসম্মতক্রমে হারাম। যহেতে এর মধ্যে দিয়ে তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর প্রতি সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পায়; যদিও ব্যক্তি নিজের জন্য এ ধরনের কুফরের প্রতি সন্তুষ্টি না থাকুক। কিন্তু কোন মুসলমানের জন্য কুফর অনুশাসনের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করা বা এ উপলক্ষে শুভেচ্ছা বনিমিয় করা হারাম। অনুরূপভাবে এ উপলক্ষে কাফরেদরে মত অনুষ্ঠান করা, উপহার বনিমিয় করা, মিষ্টি বিতরণ করা, খাবার বিতরণ করা বা কাজ থেকে ছুটি কাটানো ইত্যাদি মুসলমানের জন্য হারাম। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন কওমের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদের দলভুক্ত।” [সহিহ আবু দাউদ, শাইখ উছাইমীনের ফতোয়া ও পুস্তিকা সংকলন থেকে সংক্ষেপে (৩/৪৫-৪৬)]

কাফরেদরে উৎসবে যোগদান করার হুকুম জানার জন্য 1130 নং ও 145950 নং প্রশ্নোত্তর দেখুন। সারকথা হচ্ছে- খ্রিস্টবছরের শুরুতে উৎসব পালনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য একাধিক ক্ষতির দিক রয়েছে:

১- যসেব কাফরে-মুশরকি শরিক ও কুফরের অনুপ্রেরণা নিয়ে এ উৎসবগুলো উদযাপন করে এতে তাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

যায়। তারা আল্লাহর নবী ঈসা (আঃ) এর শরয়িত হিসেবে এগুলো পালন করে না। কারণ আমাদের ও তাদের সর্বসম্মতক্রমে ঈসা (আঃ) এসব পালনরে বধিান জারী করনেন। বরং এগুলো শরিক ও বদিআত মশিরতি। এ অনুষ্ঠানগুলোতে নানা রকম পাপাচার তও থাকে-ই যটও সবার জানা। সুতরাং আমরা কভিবে এসব ক্ষত্রেত তাদরে সাথে সাদৃশ্য নতিে পারি।

২- মলিাদুননবী উদযাপন-ই নাজায়যে। আগহে উল্লেখে করা হয়ছে, এটনিবপ্রচলতি বদিআত। সুতরাং এর উপরে অন্য কছিকে কয়াস করা চলবে না। কারণ কয়াসরে মূল দললি যদা ঠকি না হয়; কয়াসও ঠকি হবে না।

৩- খ্রিস্টিমাস পালন য়ে কোন অবস্থায় মুনকার, গরহতি কাজ। এটকি জায়যে বলার কোন সুযোগ নহে। কারণ এট মূলতঃ বাতলি। যহেতে এত রয়ছে- কুফর, ফসিক ও অবাধ্যতা। এ ধরণরে কর্মকে অন্য কছির সাথে কয়াস করার কোন সুযোগ নহে। কোন অবস্থাতে এটকি জায়যে বলার কোনপ্রকার সুযোগ নহে।

৪- যদি আমরা এ বাতলি কয়াসকে শুদ্ধ বলতিখন আমাদের উপর অনবিার্যতা আসবে; আমরা প্রত্যকে নবীর মলিাদ (জন্মদবিস) পালন করনা কেনে? তাঁরা ক আল্লাহর পক্ষ থেকে প্ররেতি নন?! অথচ এমন কথা কটে বলবে না।

৫- কোন নবীর জন্মদনি সুনরিদষ্টিভাবে জানা অসম্ভব। এমনকি আমাদের নবীর ক্ষত্রেও। কারণ তাঁর জন্মদনি অকাট্যভাবে জানা যায় না। এ ব্যাপারে ইতিহাসবদিগণরে প্রায় ৯টি বা তারও বেশি অভিমতি রয়ছে। তাই তাঁর জন্মদনি পালন ঐতিহাসিকভাবে ও শরয়িভাবে বাতলি। এবং মলিাদ পালনরে বিষয়টি সটে আমাদের নবীর জন্মদনি হোক অথবা ঈসা (আঃ) এর জন্মদনি হোক মূল থেকেই বাতলি। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্মরাত পালন ঐতিহাসিকভাবে অথবা শরয়িভাবে সঠিক নয়। সমাপ্ত।[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (১৯/৪৫)]

আল্লাহই ভাল জানেন।